CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS

SEM II CC4 : POLITICAL PROCESS IN INDIA

TOPIC IV Religion and Politics Debates on Secularism; Minority and Majority Communalism

ধর্ম ও রাজনীতি-ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বিতর্ক-সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতা

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

ভূমিকা:

ধর্মনিরপেক্ষতা বিতর্ক: স্বাধীনতার পরপরই, যখন আমাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতারা সংবিধানের কাজ করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তারা প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের কথা মনে রেখেছিল - তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার সংস্করণটি ছিল ভারতীয়ত্বযুক্ত। তারা আমাদের সংবিধানে "ধর্মনিরপেক্ষ" (SECULAR) শব্দটি যুক্ত করবেন কিনা তা আলোচনা করেছিলেন এবং ভেটো দিয়েছিলেন । নেহরু, আম্বেদকর, প্যাটেল, রাধাকৃষ্ণান এবং অগণিত অন্যদের মতো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কেন এই শব্দের সন্নিবেশকে প্রত্যাখাত করবেন?

আম্বেদকর ধর্মনিরপেক্ষ হলেও ধর্মীয় ছিলেন, অন্যদিকে নেহেরু ধর্মনিরপেক্ষ এবং নাস্তিক ছিলেন । আম্বেদকর ধর্মকে প্রথম এবং সর্বাগ্রে একটি রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে দেখেছিলেন। "ধর্ম," তিনি বলেছিলেন, "ভাষা যেমন সামাজিক কারণে হয় যেহেতু সামাজিক জীবনের জন্য তা অপরিহার্য এবং পৃথক ব্যক্তিকে থাকতে হবে কারণ তা ছাড়া সে সমাজের জীবনে অংশ নিতে পারে না"।

এটিকে অতিরিক্ত জোর দেওয়া যায় না যে আম্বেদকর নিজেই ধর্মীয় দুষ্টচর্চা এবং বর্ণ বর্ণবাদের শিকার, তাঁর মধ্যে ছিল প্রাকৃতিক সহজাত শক্তি যেভাবে কাজ করেছিল, তার অপেক্ষা না করে ডিক্রি দিয়ে হিন্দুধর্মের সংস্কার করা হয়েছিল। আমাদের সংবিধানে অসংখ্য নিবন্ধ রয়েছে, যেমন 17 এবং 25 উদাহরণস্বরূপ, যা এই সত্যটির সাক্ষ্য দেয়। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন কিন্তু নিপীড়িতদের উন্নতি চান তিনি জানতেন যে সাংবিধানিক উপায়ের চেয়ে কিছুই দ্রুত এই পরিবর্তন আনতে পারে না। কিছু ইতিহাসবিদ সঠিকভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে আম্বেদকর একটি "হস্তক্ষেপবাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র" চেয়েছিলেন।

সত্য যে এটি বহুশতাব্দী ধরে অস্বীকার করা হয়েছে তাদের জন্য সমতা এবং ন্যায়বিচারের জন্য ছিল কিন্তু রাষ্ট্র ধর্মের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার পক্ষে এটি কঠোরভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। আম্বেদকারের লক্ষণীয় স্ব-প্রতিভা যা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি হস্তক্ষেপবাদী পরিবর্তন করার পরে উপস্থাপিতভাবে "ধর্মনিরপেক্ষ" (SECULAR) শব্দটি সন্নিবেশিত করেছিলেন, তা ভুল এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে, সেকুলারিজমের নীতিগুলির সাথে সত্য নয়।

গণপরিষদের বিতর্ক থেকে স্পষ্ট যেমন নেহেরুও তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি অবশ্যই জানতেন যে সেক্যুলারিজম বলতে কী বোঝায়, তবে তিনি আরও জানতেন যে তাদের দ্বারা প্রণীত সংবিধান তাঁর কথায়, অভিধান সেকুলারিজমের নীতিমালা মেনে চলেন না।

সংরক্ষণ, ধর্মের স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কোটা, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বহু শতাব্দী প্রাচীন বর্ণ বিশ্বাসকে নিষিদ্ধ করা - হস্তক্ষেপগুলি উভয়ই প্রয়োজন মনে হয়েছিল এবং যথাযথভাবে তাই ছিল। ইতিহাসবিদ ইয়ান কোপল্যান্ড তাঁর প্রামাণিক বই হিসাবে, ভারতের ইতিহাস ও ধর্মের ইতিহাসে লিখেছেন, "তাদের যুক্তি দ্বিগুণ হয়ে গেছে বলে মনে হয়। i) যেহেতু 'আলোকায়ন ধর্মনিরপেক্ষতা' ধর্মের প্রোটেস্ট্যান্ট ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার

পৃথকীকরণের মূল নীতিটি, যেহেতু রাজ্যগুলির কোনও বৈধ কর্মকাণ্ড ছিল না, সে দেশে কখনও শাসনকর্মী এবং ধর্মীয় জনসাধারণ কাজ করবে না অনাদিকাল থেকেই কথোপকথন করে আসছিল, এই শব্দটি প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহার না করাই ভাল নয়; এবং (ii) এই শব্দটিকে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে লোকেরা ভাবতে পারে যে নতুন সরকারের ধর্মের দর্শন রয়েছে। ১৯৫১ সালে লোকসভাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার এই সম্ভাবনা দেখে আম্বেদকর যথেষ্ট চিন্তিত বোধ করেছিলেন যে পার্লামেন্টে এবং ভারতের গণমাধ্যমগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে উল্লেখ করা রেফারেন্স সংবিধানের 'মানে কী' তা প্রতিফলিত করে নি।"

সাংবিধানিক বিতর্কগুলি থেকে একটি সত্য উদ্ভূত হয় - যে আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা উপস্থাপিত্বে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার শব্দটি প্রবেশ না করিয়ে থাকতে পারে তবে তারা আমাদের জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের খসড়া তৈরি করেছে, বা "ধর্মনিরপেক্ষ" সংবিধানের নিকটবর্তী হতে পারে। তারা নিশ্চিত হয়েছিল যে ভারতের ভবিষ্যত ধর্মনিরপেক্ষতায়। তবে এটি "ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্ত ধর্মনিরপেক্ষতা" ছিল না। **এটি এর গৌরবময় ভারতীয় সংস্করণ এবং মহিমান্বিত কারণ এটি আমাদের ইতিহাস এবং সভ্যতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছে ধর্মীয় সাম্যতার পথে থেকেও।**

তাহলে কেন উপস্থাপিকাতে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার শব্দটি প্রবেশ করায় না? কারণ জন ছিলো যে খসড়াটি ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করেছে যখন একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান যুক্তিগতভাবে করা উচিত নয়। ১৫ (৪), ১৬ (৫), ১৭, ২৫ এবং ৪৫ অনুচ্ছেদের প্রতিষ্ঠার অর্থ হ'ল আমাদের সংবিধানের বিধিগুলি রেখেছিল যে ধর্মগুলির মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট অনুশীলন কীভাবে সাংবিধানিক, এমনকি অপরাধী, যখন অন্য ধর্মীয় অনুভূতি যা নির্দিষ্ট ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে গবাদি জবাইয়ের মতো – যা অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী দ্বারা অনুশীলন করা নিষিদ্ধ করা উচিত। অধিকন্তু, ধর্মীয় শিক্ষার প্রশ্ন - যা একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে কীভাবে পরিচালনা করা উচিত সে সম্পর্কে বিতর্ক জাগিয়ে তোলে - এটি স্পষ্ট করে তোলে যে সেকুলার শব্দটি ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অপ্রয়োজনীয় ছিল।

এটি এখানে আমাদের সংবিধানের সৌন্দর্য - যাঁরা এটি লিখেছেন তারা বহুবচনবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন এবং তবুও তারা যা লিখেছেন তাতে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি নেই। তারা সকলেই একটি বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন - ভারত যেন ধর্মীয় রাষ্ট্র না হয়। বারবার বিতর্কের পরে বিতর্কে তারা ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেছিল। আম্বেদকর যেমন বলেছিলেন সেকুলার শব্দটি সন্নিবেশ করানো তাই অত্যাবশ্যকীয়। সাংবিধানিক বিতর্কগুলি পড়ে এটি স্পষ্ট হয় যে, আবারও, আম্বেদকর সঠিক ছিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষতা কী তা নিয়ে অনেকেই বিভ্রান্ত ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেছিলেন এটি সমস্ত ধর্মের অবহেলা, আবার অন্যদের কাছে এর অর্থ ধর্ম ও রাষ্ট্রের নিখুঁত বিচ্ছেদ। অন্যরা জোর দিয়েছিলেন যে সংবিধানের এমন কোনও নিবন্ধের পক্ষে পরামর্শ করা উচিত যা কোনও ধর্মের দিকগুলি পরিচালনা করে; কয়েকজন বলেছিলেন যে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিজেকে জড়িত করা উচিত নয়; একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু এমনকি অনুভব করেছিল যে সত্যই ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের উচিত অভিন্ন নাগরিক কোডের দাবি করা। এই সমস্ত কিছুর ফলাফল ছিল, শেষ পর্যন্ত, ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান পেল কিন্তু এতে সেকুলার শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। এটা উদ্দেশ্যমূলক ছিল। যখন

সেকুলার শব্দে আসলে কী বোঝায় তা আমরা এখনও বুঝতে পারি না। উইটজেনস্টাইন যেমন বলেছিলেন, "যার মধ্যে কেউ কথা বলতে পারে না, তাকে অবশ্যই চুপ করে থাকতে হবে।"

সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা:

ভারতের মতো বহু-ধর্মীয় সমাজে, সমস্ত ধর্মের অনুসারীরা বেঁচে থাকে এবং তাদের বিশ্বাস অনুশীলন করে। পর্যায়ক্রমে সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ্যে তার কুৎসিত চেহারা দেখাচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য এক মারাত্মক হুমকি এবং ফলস্বরূপ, গণতন্ত্রের জন্য একটি বিপদ। বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বিশ্বাস ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত ভারতীয়দের শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্ব বা সহাবস্থান যেখানে কাম্য। সাম্প্রদায়িকতা একটি আদর্শিক ধারণা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু আদপে এটি মানুষের গোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলি ভাঙ্গতেও পারে।

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে রাজনৈতিক দল এই নীতিতে লিপ্ত হয়, আদপে ভোট ব্যাংককে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সুসংহত করতে। "ধর্মনিরপেক্ষতা" ধারণাটি না বুঝে সাম্প্রদায়িকতা বোঝা যায় না। **ধর্মনিরপেক্ষতা তার নাগরিকদের নির্দ্বিধায় এবং নির্ভীকভাবে তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুধাবন করতে এবং অনুশীলনের অনুমতি দেয়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র মানুষের ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করে না।**

নেহেরু পরবর্তী সময়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রচারের পরিবর্তে, নির্বাচনের বিজয় একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে, যদিও সমাজতন্ত্রের বক্তৃতা অব্যাহত ছিল। ধীরে ধীরে রাজনীতির অ-আদর্শিকতা সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতিকে আরও জোরদার করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হ'ল ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা।

বেশিরভাগ সাম্প্রদায়িকতা মূলত মুসলমানদের প্রতি দীর্ঘকাল বৈরী ছিল, কিন্তু গত বেশ কয়েক বছর ধরে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধেও তাদের আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করেছে। এটা বোঝা উচিত যে সাম্প্রদায়িকতা সন্ত্রাসবাদকে প্রজনন করে এবং সন্ত্রাসবাদ সাম্প্রদায়িক প্রতিশোধ নেওয়ার সময় একই সাথে দাঙ্গা এবং হত্যাযজ্ঞ চালাতে উত্সাহ দেয়।

অন্যদিকে, সংখ্যালঘু চরমপন্থী গোষ্ঠী এই দেশটি গ্রহণ করার স্বপ্ন দেখে এবং তাই সহজেই দেশবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত হয়। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভোটকে মেরুকরণের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক বিধিনিষেধ সত্ত্বেও, রাজনৈতিক দলগুলির কেউই সাংবিধানিক নীতি সঠিক ভাবে অনুসরণ করে না এবং এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটির একেবারে ভিত্তিকে কোথাও ক্ষুন্ন করে। নেহেরু পরবর্তী যুগের নেতারা ভারতীয় সমাজের সেক্যুলারায়নের প্রতি সত্যিকারের প্রতিশ্রুতির অভাব বোধ করছেন, কেবলমাত্র ধর্মহীন দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের ক্ষেত্রেই নয়, যুক্তিযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক ভাবনার বিকাশের ক্ষেত্রেও। নেতৃত্বের এই ব্যর্থতা ভারতে ধর্ম ও রাজনীতির প্রগতিশীল পৃথকীকরণকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার সামগ্রিকভাবে উপমহাদেশের জন্য প্রধান প্রভাব রয়েছে।

ভারতের সীমিত ধর্মনিরপেক্ষতা হ্রাস করার দায় নেহেরু-পরবর্তী যুগের নেতাদের কাঁধে পড়ে, যাদের অনেকে বৌদ্ধিকভাবে মুক্তি পান নি তাদের ঐতিহ্যগত পটভূমির কারণে, আসল ধর্মনিরপেক্ষতা বুঝতে এবং প্রশংসা করার জন্য। তাদের নব্য-ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, এই নেতারা ভারতীয় সমাজের সেক্যুলারায়নের ক্ষেত্রে সত্যিকারের প্রতিশ্রুতির অভাব বোধ করছেন, কেবলমাত্র অ-ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের ক্ষেত্রেই নয়, যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবনার বিকাশের ক্ষেত্রেও। এই ব্যর্থতা ভারতে ধর্ম ও রাজনীতির প্রগতিশীল পৃথকীকরণকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে।

ভারতে যা ঘটছে, তাতে সংখ্যালঘুদের সাথে সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া হবে। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার জড়িত হওয়া কেবল ভারতকেই নয়, সমগ্র দক্ষিণ-এশীয় উপমহাদেশের জন্য, উন্নয়ন, শান্তি এবং সমৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই আরও বৈষম্য তৈরির ভিত্তি করে থাকবে।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি বিশ্বস্ত প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটি ঐক্যমত্য তৈরি হতে হবে; তবেই সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের অনুভূতি নাগরিকদের মধ্যে আরও জাগরিত হবে। যদিও প্রক্রিয়াটি কঠোর এবং দীর্ঘতর তবে তা শুরু করতে হবে, তবেই "সাবকা সাথ সাবকা বিকাশ" বাস্তবে রূপান্তরিত হবে।